দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17-MAR-1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# এইচএসসি ঃ ভুয়া ফল তদন্ত শুরু ঃ ৫০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ

নীলফামারী, ১৬ই মার্চ (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– এইচ এস সি পরীক্ষায় ফেল করার পর পাস করার ঘটনার তদন্তকাজ গত ১১ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। তদন্ত টিম পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এবার এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে হঠাৎ করে ফেল করা বেশ কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর পাস করার সংশোধিত ফলাফল ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট কলেজে চলে আসে। এ ধরনের ফলাফল সৈয়দপুর কলেজে আসে ৮৪ জন ও সরকারি টেকনিক্যাল কলেজের ৮ জন পরীক্ষার্থীর। এদের মধ্যে আবার ৩/৪ জনের দ্বিতীয় বিভাগকে প্রথম বিভাগে উন্নীত করা হয়। এ ধরনের ফলাফলে এলাকায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং ঘটনাটি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে পরবর্তীতে সংশোধিত উক্ত ফলাফলকে ভুয়া বলে ঘোষণা করেন।

শিক্ষা বোর্ড, ও বুয়েট–এর কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং এলাকার তাদের এজেন্টরা যৌথভাবে একাজটি করে বলে অভিযোগ আছে। এই দলটি পরিকল্পিত–ভাবে ফেল করা এসব ছাত্র–ছাত্রীর কাছে মোটা অংকের টাকা সংগ্রহ করে ঘটনাটি ঘটায়।

এসব জড়িত ব্যক্তিকে বের করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বোর্ড নীলফামারী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করেছে। টিমের অপর ২ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষা বোর্ডের একজন উপ–পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। এই টিমকে কেবল সৈয়দপুর কলেজ ও টেকনিক্যাল কলেজের ঘটনাটিই তদন্ত করতে বলা হয়েছে; কিন্তু পার্শ্ববর্তী আরও বেশ ক'টি কলেজে একই কায়দায় পাস করার ঘটনা ঘটেছে। তবে অনেকের ধারণা মূল ঘটনাটি ঘটেছে বুয়েট ও শিক্ষা বোর্ড থেকে এবং তাদেরই এজেন্ট রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়।

তদন্ত টিম গত ৩দিনে অর্ধশত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলেছে, কিন্তু কেউ মুখ খুলতে রাজি হয়নি। অবশ্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের মতে, এটি একটি প্রাথমিক তদন্ত এবং টিমের সুপারিশক্রমে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।